মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যযুগের সৃষ্ট যে সকল প্রতিষ্ঠান আধুনিক মানুষের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে আজো রয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অন্যতম। ইউরোপীয় সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল অবদান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রসূত ও লালিত বুদ্ধিবাদ। অবশ্যই স্বয়ম্ভু ছিল না মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। প্রাচীনকালের অনেক প্রতিষ্ঠানের, প্রাচ্যের, বিশেষ করে মুসলমান সভ্যতার কাছে ঋণী ছিল তারা।স্পেনদেশীয় পন্ডিত তারাগো (Tarrago) মধ্যযুগের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর আরবদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন। ৬৩২-৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানদের দ্বারা স্পেন অধিকৃত হওয়ার ফলে সমগ্র দেশটায় এক অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপক্ষ, বর্ণবহুল এবং সজীব এক সংস্কৃতির জন্ম হয়। সেভিল, কর্ডোভা, মালাগা, ভ্যালেনসিয়া ও সারাগোসায় বিদ্যাচর্চার এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে ওঠে।অলংকারশাস্ত্র, ব্যকরণ, ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, অভিধান-সংক্রান্ত, পরিমাপনবিদ্যার পাশাপাশি বিজ্ঞাণ, দর্শন ও গণিতবিদ্যার প্রতিও আরব পন্ডিরা আকৃষ্ট হন। গ্রীক পন্ডিত অ্যারিস্টোটলের রচনা, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং নিওপ্ল্যাটোনিস্টদের রচনার সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় গড়ে ওঠে।

আরব পন্ডিতদে এই জ্ঞানান্বেষণ পাশ্চাত্যের বহু মনিষিদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।
তাদের মিলনস্থল ছিল টলেডো। এখানে ইউরোপের বিভিন্ন শহর, যেমন বাথ, চেস্টার, সারেশেল, ইতালীর তিভোলি, ফ্রান্সের ক্লুনি মঠ ও শিক্ষায়তন থেকে বহু ছাত্র ও শিক্ষক এসে উপস্থিত হন। টলেডোর দৃষ্টান্তে প্রভাঁসে, উত্তর ইতালির বিভিন্ন কেন্দ্রে, সিসিলিতে, মিলান, পিসা, মন্টপেল্লিয়ায়, স্যালারনো, নেপলস্, এবং প্যালারমো পারস্পরিক মত বিনিময়, আলাপ-আলোচনার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

কালক্রমে মুসলমান জগতের সঙ্গে ইউরোপীয় মনীষার যোগসূত্র শিথিল হয়ে যায়। সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে অক্সফোর্ড, কলোন, বাসেল, ক্র্যাকাও, প্রাগ, ভিয়েনার উথ্থান ঘটে। বিদ্যানুশীলনের এই স্থানগুলির কেন্দ্রে ছিল প্যারিস। পশ্চিম ইউরোপ হয়ে উঠল জ্ঞানভান্ডার ও শিজ্ক্ষাবিস্তারের আকর।

প্রাথমিক পর্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে চার্চের কোন ভূমিকা না থাকলেও, পরবর্তীকালে পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন, শিক্ষক নির্বাচন, ছাত্র সম্প্রদায়ের জন্য নিয়ম শৃংখলা প্রবর্তন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চার্চ তার ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধা পেয়ে যায়। ক্রমশ চার্চের প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং

বৈভব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত, আইনজ্ঞ এবং সম্পত্তি তদারক করার মতো যোগ্য মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পরবর্তীকালে চার্চের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বহু বিদ্যালয় এবং শিক্ষাব্যবস্থার উপর তার নিয়ন্ত্রণও হয়ে ওঠে দৃঢ়তর। চার্চের এই উদ্যোগের পাশাপাশি ছিল সমাজের ভিন্নতর প্রয়োজন। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজা, ভূস্বামী, অভিজাত, নতুন গড়ে ওঠা নগরগুলির বৈষয়িক এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য লাতিন জানা আইনজ্ঞ, কূটনীতিজ্ঞ, চিকিৎসক এবং দলিল দস্তাবেজ মুসাবিদা করার মত অযাজক, শিক্ষিত মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সমস্ত বিচিত্র প্রয়োজনের ফলশ্রুতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ও ব্যপক বিস্তার।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আধুনিক কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের মিল খুঁজতে যাওয়া সঠিক হবে না।***Universitas*** শব্দটি সঙঘ বা সংস্থা এই অর্থেই ব্যবহৃত হত।প্রবাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্প্রদায় নিরাপত্তার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের সংঘবদ্ধ করতেন।বোলোন্যাতে *Universitas* জার্মান, ফরাসি ও ইংরেজ শিক্ষার্থীদের নিয়ে সংস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছিল।প্যারী, স্যালারণো, বোলোন্যা এবং অক্সফোর্ডেই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়। এই সকল অঞ্চলে নিরবিছিন্নভাবে পঠনপাঠন এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষাদানের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে অঞ্চল বিশেষে, ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন বিদ্যালয় বা আশ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত এবং উন্নীত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বোলোন্যা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল আইনশাস্ত্রের পঠন পাঠনের জন্য, আর প্যারী ছিল ধর্মশাস্ত্র অনুশীলনের সুখ্যাত কেন্দ্র।বোলোন্যা ছাড়াও রোম, পেভিয়া এবং রাভেন্যাতেও আইন বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।দ্বাদশ শতকে রোমান আইন-চর্চার প্রধান পীঠস্থান রূপে বোলোন্যার খ্যাতি হয়েছিল সুদূরবিস্তৃত।কিন্তু এখানে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে যারা আসতেন তাদের মানসিক বিকাশ, আত্মপ্রত্যয়, বিচার-নিষ্ঠা এবং পার্থিব বিষয়ে আগ্রহ পরিণামে তাদের স্বাধীনচেতা নাগরিকে পরিণত করত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্ররাই অধ্যাপক-গোষ্ঠীর উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতেন।এই জাতীয় বিড়ম্বনা এবং অসম্মানের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে অধযাপকরাও ক্রমশ নিজেদের সঙঘবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন।শিক্ষক সংস্থাই পরবর্তীকালে অধ্যাপকদের অনুমতিপত্র (Licentia docendi) দান করতেন এবং এই অনুমতি প্রাপ্ত শিক্ষক 'ডক্টর' উপাধি ব্যবহার করতে পারতেন।

কলহপ্রিয়তা এবং পানাসক্তি- উভয় দোষেই দুষ্ট ছিল মধ্যযুগের ছাত্র সম্প্রদায়। বোলোন্যা প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ এ বিষয় চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। নগর কতৃপক্ষ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগোষ্ঠীর সঙ্গে মতান্তর হলেই তার সদলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করত এবং এর ফলে পার্শ্ববর্তী নগরগুলি লাভবান হয়ে উঠত। ১২২২ খ্রীষ্টাব্দে বোলোন্যায় এমনি এক ঘটনার ফলেই পাদুয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হয়েছিল এবং অনুরূপ ভাবে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারচেল্লিতে পাদুয়া ছেড়ে আসা ছাত্র-অধ্যাপক সম্প্রদায় নিয়ে নতুন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়।

মধ্যযুগে ইতালীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল দর্শন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের সংযুক্তিকরণ। এই সময় প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা গেছিল বিভিন্ন মতাদর্শের সংঘাত, বুদ্ধিজীবিদের প্রবল আন্দোলন।আত্মশক্তিতে সবল এই বিশ্ববিদ্যালয় কখনো রাজশক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, কখনো পোপের, কখনো বা প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিরোধে তৎপর হয়েছিল এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ইউরোপের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অনন্য-সাধারণ ভূমিকা নিয়েছিল।

১১৫০ থেকে ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান রূপে আত্মপ্রকাশ করে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়। নোতরদাম শিক্ষায়তন্ত্র আচার্য এর কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগই ছিল সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে ছাত্রদের ট্রিভিয়াম-ব্যকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, প্রশ্নোত্তররূপবিদ্যা এবং কোয়াড্রিভিয়াম-সঙ্গীত, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ণ করতে হত। ত্রয়োদশ শতকে প্যারীতে বিভাগে অধ্যয়ণ-অধ্যাপনা সীমাবদ্ধ ছিল: কলা, ধর্মতত্ত্ব এবং ক্যানন আইন। চতুর্দশ শতকে কোয়াড্রিভিয়াম অন্ত্গত বিজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্রগুলিই অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। চতুর্দশ শতকে অর্লিয় বিশ্ববিদ্যালয় লাতিনের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় শিক্ষাদান শুরু করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ক্যাথারিজম এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পোপ নবম গ্রেগরী ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে তুলস্ এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে পরবর্তীকালে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে সমস্ত বিভাগই ছাত্রদের জন্য খোলা হয়।

আনুমানিক ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে চারজন শিক্ষক নিয়ে স্বয়ং-শাসিত একটি সংস্থারূপে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ডারহামের উইলিয়াম ছিলেন প্যারীর প্রাক্তন ছাত্র। প্যারীর কোন কোন খ্যাতনামা অধ্যাপক বা পন্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও ইংল্যান্ডের

অক্সফোর্ড একটি নিজস্ব চরিত্র গড়ে তোলে। প্রথম থেকেই প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এখানে স্থান পায়।

চতুর্দশ শতক পর্যন্ত জার্মানির শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ফ্রান্স বা উত্তর ইতালীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর নির্ভর করতে হত। ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী ও অক্সফোর্ডের আদর্শে প্রভাবিত জার্মানভাষী অঞ্চলে স্থাপিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে ভিয়েনায়।

মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমাজে এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল। উচ্চশিক্ষার্থীদের সাধারণত ১৪ থেকে ১৬ বছর ছাত্রাবস্থায় কাটাতে হত এবং এদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতেন ধনী আত্মীয় বা কোন সংস্থা।আহার বাসস্থানের কোন সুবন্দোবস্ত প্রায় কোন শিক্ষাকেন্দ্রেই ছিল না এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার কারণে অধিকাংশ ছাত্রই উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হয়ে ওঠে। পরিনামে ছাত্রদের সঙ্গে নাগরিক এবং কারিগর সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ লেগেই থাকত।

শিক্ষাদান শুরু হত খুব সকালে; খ্যাতনামা শিক্ষকদের বক্তৃতা শোনার জন্য ভীড় হত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা সম্পর্কে সময়র ধারনা সমসাময়িক তথ্য থেকে সবসময় পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় ত্রয়োদশ শতকের শেষে অক্সফোর্ডে পাঠরত ছাত্রের সংখ্যা ১৫০০ থেকে ২০০০ ছিল। প্যারীতে ২৫০০ ছাত্র অধযয়ন করত. কখনো এই সংখ্যা ৫/৬হাজার পৌঁছত।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের চেষ্টা কেউ করেননি। ইউরোপের নবগঠিত রাজ্যগুলির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়র আইনশাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্স এবং ইতালিতে, পোপ এবং বিশপের কাছে, দ্রুত গড়ে ওঠা ইতালীর নগরগুলিতে এদের প্রয়োজন প্রতিমুহূর্তে অনুভূত হত। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই নতুন শ্রেণীর অভ্যুদয় সমাজের সর্বস্তরের এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্র এবং চার্চের কাঠামো দৃঢ়তর এবং কলোপযোগী করে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পত্তন এরাই করেছিলেন।